সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২১ নভেম্বর ২০১৯

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সাত হাজার ১৬১ জন প্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীনে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ন প্রার্থীদের শীঘ্রই মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

এদিকে আগামী সপ্তাহেই প্রকাশ হচ্ছে ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি। এ বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাবে দুই হাজার ১৩৫ জন। গত ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। পিএসসির অধীনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। এক হাজার ৯৯৯টি পদের বিপরীতে আবেদন করেছিল দুই লাখ ৩৫ হাজার ২৯৩ জন।

পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক দ্রুত সময়ে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘হাইস্কুলে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগে এ ধরনের পরীক্ষা এবারই প্রথম

নিল পিএসসি। অন্য পরীক্ষার মতো এটাও স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা করতে পারছি। দ্রুত সময়ে এ শিক্ষক নিয়োগের সব প্রক্রিয়া শেষ হবে। শিক্ষার জন্য যেটা হবে একটি যুগান্তকারি কাজ। যারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এখন আমরা তাদের চূড়ান্ত বা মৌখিত পরীক্ষার জন্য ডাকব।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) জানায় দীর্ঘদিন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় শিক্ষক সংকটে পড়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার রাজধানীসহ কোন কোন এলাকায় কিছু প্রতিষ্ঠানে পদের অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলেও মফস্বলের স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকের কোন পদই নেই। ফলে মানসম্মত শিক্ষা না পাওয়ার অভিযোগ ওঠেছে।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, সদ্য জাতীয়করণসহ সারাদেশে ৩৪৭টি সরকারি হাইস্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে ১০৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৪৭১টি সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যে ৪৬৩টি পদ শূন্য। ১০ হাজার ৩৪৪টি সহকারী শিক্ষক পদের মধ্যে এক হাজার ৬০০ পদ শূন্য। শূন্য পদে ৩৬তম বিসিএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে ১৭৮ জনকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করছে পিএসসি। বাকি পদে সরাসরি নিয়োগ দেবে পিএসসি।

এদিকে পিএসসি সূত্র জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই প্রকাশ হচ্ছে ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য ইতোমধ্যেই

প্রস্তুত নিয়েছে সংস্থাটি। এ বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ হবে দুই হাজার ১৩৫ জনকে।

পিএসসি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পিএসসি আগেই নির্দেশনা পেয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো চাহিদাপত্রও হাতে পেয়েছে কমিশন। এই বিসিএসে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ক্যাডারের ৯১৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। শিক্ষার পরে বেশি নিয়োগ হবে প্রশাসন ক্যাডারে। প্রশাসনে ৩২৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। পুলিশে ১০০, বিসিএস স্বাস্থ্যতে সহকারী সার্জন ১১০ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন ৩০ জনকে নেয়া হবে।

পররাষ্ট্রে ২৫ জন, আনসারে ২৩ জন, অর্থ মন্ত্রণালয়ে সহকারী মহাহিসাবরক্ষক (নিরীক্ষা ও হিসাব) ২৫ জন, সহকারী কর কমিশনার (কর) ৬০ জন, সহকারী কমিশনার (শুল্ক ও আবগারি) ২৩ জন ও সহকারী নিবন্ধক ৮ জন নেয়া হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১২ জন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী চার জন, সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট এক জন, সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক এক জন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০ জন, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) তিন জন নেয়া হবে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ে সহকারী পরিচালক বা তথ্য কর্মকর্তা বা গবেষণা কর্মকর্তা ২২ জন, সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) ১১ জন, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক পাঁচ জন, সহকারী বেতার প্রকৌশলী নয়

জন, স্থানীয় সরকার বিভাগে বিসিএস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলে সহকারী প্রকৌশলী ৩৬ জন, সহকারী বন সংরক্ষক ২০ জন।

সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল পদে দুই জন, বিসিএস মৎস্যতে ১৫ জন, পশুসম্পদে ৭৬ জন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ১৮৩ জন ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ৬ জন, বিসিএস বাণিজ্যে সহকারী নিয়ন্ত্রক ৪ জন।

এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চার জন, বিসিএস খাদ্যে সহকারী খাদ্যনিয়ন্ত্রক ছয় জন ও সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী দুই জন, বিসিএস গণপূর্তে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ৩৬ জন ও সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) ১৫ জনসহ মোট দুই হাজার ১৩৫ জন কর্মকর্তাকে এই বিসিএসে নিয়োগ করা হবে।